কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯

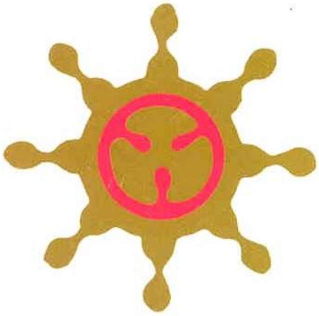

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ করপোরেশন
৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন ঃ পি, এ, বি, এক্স ঃ ৯৫৫৫০৩২-৩৩, ৯৫৫০৪৬৬
কেবল-নাবিক

রেজিস্টার্ড নং- ডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
টি এ প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২১শে ভাদ্র, ১৩৯৬/৫ইং সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৩০১-আইন/৮৯ - Bangladesh Inland Water Transport Corporation order, 1972 (P. O. No. 28 of 1972) এর Article 27 এ-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Inland Water Transport Corporation এর Board of Directors, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ**।- (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কর্পোরেশনের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি বা খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্ত বা ক্ষেত্রমত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা**। - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

(ক) "অসদাচারণ" বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথাঃ

(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ ;

মূল্য ঃ টাকা ৫.৭৫

(২) কর্তব্যে অবহেলা;

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে বোর্ডের কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন;

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ;

(খ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঘ) "করপোরেশন" বলিতে Bangladesh Inland Water Transport Corporation Order, 1972 (P. O. No. 28 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Inland Water Transport Corporation কে বুঝাইবে;

(ঙ) "কর্মকর্তা" বলিতে করপোরেশনের কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে করপোরেশনের স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(ছ) "তফসিল" বলিতে এই প্রবিধানমালার তফসিলকে বুঝাইবে;

(জ) "ডিগ্রী' বা "ডিপ্লোমা" বা "সার্টিফিকেট" বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;

(ঝ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে বোর্ডকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঞ) "পদ" বলিতে তফসিলে উল্লেখিত কোন পদকে বুঝাইবে;

(ট) "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং ত্রিশ দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;

(ঠ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" বলিতে কোন পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে;

(ড) "ফিডার পদ" বলিতে তফসিলের কলাম ৭-এ উল্লেখিত কোন পদকে বুঝাইবে;

(ঢ) "বাছাই কমিটি" বলিতে প্রবিধান ৪-এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে;

(ণ) "বোর্ড" বলিতে করপোরেশনের Board of Directors কে বুঝাইবে;

(ত) "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বলিতে, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(থ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(দ) "স্বীকৃত বোর্ড" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।- (১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে;

(ঘ) চুক্তিভিত্তিক

(২) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে নির্ধারিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রার্থীর ক্ষেত্রে উক্ত বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হইবে।

৪। **বাছাই কমিটি**।- কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দানের উদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক বাছাই কমিটি নিয়োগ করিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগ**।- (১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না-

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাঁহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্তপদে দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন।

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব-কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, করপোরেশনের চাকুরিতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ অন্ততঃ একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করা হইবে এবং এইরূপ নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দান করা হইবে।

৬। **শিক্ষানবিসি**।- (১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিস থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাশ করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।- (১) প্রবিধান ১৬- এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগ দান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৮। **প্রেষণে নিয়োগ**। (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে, বোর্ড এবং সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে স্থিরীকৃত শর্তাধীনে নিয়োগ করিতে পারিবে।

৯। **চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ**।- (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পরস্পরের মধ্যে স্থিরীকৃত শর্তানুযায়ী, নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

(২) চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোন সাধারণ নীতিগত নির্দেশ থাকিলে উহা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, আদেশ দ্বারা, চুক্তির ফরম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

১০। **যোগদানের সময়**।- (১) এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, একই পদে বা কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা ঃ

(ক) প্রস্তুতির ছয় দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময় ঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে বদলীর ফলে বদলীকৃত কর্মচারীকে তাহার নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না সেক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য একদিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না, এবং এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুরাতন চাকুরীস্থল হইতে অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে, বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তবর্তীকালীন সময়ে, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাও ছুটির অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৬) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলীর ব্যাপারে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের বিধানাবলী অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সেইক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

১১। **বেতন ও ভাতা**।- সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১২। **প্রারম্ভিক বেতন**।- (১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদানুসারে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১৩। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**।- কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৪। **বেতন বর্ধন**।- (১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য বোর্ড কোন কর্মচারীকে একসংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতা-সীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না, এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম দক্ষতা-সীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৫। **জ্যেষ্ঠ্যতা**।- (১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা-তালিকাভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) বোর্ড ইহার কর্মচারীদের গ্রেড-ওয়ারী জ্যেষ্ঠ্যতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) The Governments Servants (Seniority of the Freedom Fighters) Rules, 1979- এর বিধানসমূহ, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **পদোন্নতি**।- (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) টাকা ৩৭৫০-৪৮২৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা-তথা-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকুরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৭। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।- (১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে বোর্ড যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে বোর্ড এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পরস্পরের মধ্যে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে উক্ত সংস্থার কোন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা করপোরেশনের কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে উক্ত সংস্থা বোর্ডকে বিষয়টি অবহিত করিবে এবং বোর্ড উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২)- তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) করপোরেশনের চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদ অন্তে, অথবা উক্ত মেযাদের পূর্বে, ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি করপোরেশনের প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্যৎ তহবিল ও পেনশন, যদি থাকে, বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি করপোরেশনে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে করপোরেশনের প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বোর্ড তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে, উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে; এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়াই Next Below Rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে, তবে এইরূপ পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারী হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতিজনিত কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা তাহা বোর্ড ও উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থির করিবে।

(৭) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে উক্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বোর্ডকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, যাহার উপর কোন দন্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর বোর্ড যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

১৮। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।- (১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন যথা ঃ

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;
(খ) অর্ধ- বেতনে ছুটি;
(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;
(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;
(ঙ) সংগরোধ ছুটি;
(চ) প্রসূতি ছুটি;
(ছ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং
(জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং ইহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

১৯। **পূর্ণ বেতনে ছুটি**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য, উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২০। **অর্ধ- বেতনে ছুটি**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ জমা হওয়ার কোন সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ-বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে এক দিনের পূর্ণ বেতনে ছুটির হারে অর্ধ-বেতনে ছুটিকে পূর্ণ বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

২১। **প্রাপ্যতাবিহীত ছুটি**।- (১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধবেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তিনি উক্ত ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নতুনভাবে উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২২। **বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি**।- (১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেযাদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথাঃ-

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি কর্পোরেশনের চাকুরী করিবেন, অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২৩। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি**।- (১) কোন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যায়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, উক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমে ২৪ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরণের অবস্থায় পরবর্তীকালে, কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহা হইলে একাধিক বার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবারে মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিক এবং যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে, অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটি প্রথম চারি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন, এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২৪। সংগরোধ ছুটি।- (১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা-কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনুর্ধ ২১ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনুর্ধ ৩০ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২)-এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির

সহিত সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৫। **প্রসূতি ছুটি**। - (১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা উহার সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) করপোরেশনের কোন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৬। **অবসর প্রস্তুতি ছুটি**। - (১) কোন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ-বেতনে অবসর প্রস্তুতি ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসর বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর প্রস্তুতি ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন।

২৭। **অধ্যয়ন ছুটি**।- (১) করপোরেশনে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন বা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত অর্ধ-বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ অন্তে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারেন।

(৩) পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে ছুটি বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৮। **নৈমিত্তিক ছুটি**।- সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৯। **ছুটির পদ্ধতি**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও

পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ্ব ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

৩০। **ছুটিকালীন বেতন**।- (১) কোন কর্মচারী পূর্ণ বেতন ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো**।- ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য প্রবিধান ৩৩ অনুসারে তিনি ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩২। **ছুটির নগদায়ন**। -(১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৫৪-এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালে প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত বা অভোগকৃত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন, তবে এইরূপ রূপান্তরিত টাকার মোট পরিমাণ তাহার বার মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী হওয়া চলিবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে প্রবিধান (১) উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি

৩৩। **ভ্রমণ ভাতা**।- করপোরেশনের কোন কর্মচারী তাহার দায়িত্ব পালনার্থে বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণকালে যে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবেন উহার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে প্রণীতব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে, এবং যে পর্যন্ত উক্তরূপ প্রবিধান প্রণীত না হয় সে পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **সম্মানী, ইত্যাদি**।- (১) বোর্ড কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম

সম্পাদনের জন্য নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৫। **দায়িত্ব ভাতা**।- কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহার মূল বেতনের শতকরা ২০% ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩৬। **উৎসব ভাতা ও বোনাস**।- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক করপোরেশনের কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৭। **চাকুরীর বৃত্তান্ত**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত পৃথক পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন, এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।- (১) বোর্ড ইহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে; এবং বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বোর্ড ইহার কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ৎ প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩৯। **আচরণ ও শৃংখলা**।- (১) প্রত্যেক কর্মচারী-

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন

এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্পোরেশনের চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী–

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) কর্পোরেশনের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন খন্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না

(৩) কোন কর্মচারী বোর্ডের নিকট বা উহার কোন ডাইরেক্টরের নিকট ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না। কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উধ্বর্তন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে বোর্ড বা উহার কোন ডাইরেক্টর বা কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ-সদস্য বা অন্য কোন বে-সরকারী বা সরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী কর্পোরেশনের বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্রে বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্থতা পরিহার করিয়া চলিবেন।

৪০। **দন্ডের ভিত্তি**।- কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারী-

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন যথা ঃ

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থসম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন যা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন, অথবা

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সঙ্গতিরক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) কর্পোরেশন বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্পোরেশন বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারে।

৪১। **দন্ডসমূহ**।- (১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নরূপ দন্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথাঃ

(ক) নিম্নরূপ লঘুদন্ড, যথা ঃ

(অ) তিরস্কার,

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত;

(ই) অনূর্ধ্ব ৭ দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন।

(খ) নিম্নরূপ গুরুদন্ড, যথা ঃ

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্ররে নিম্নস্তরে অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে, বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, কর্পোরেশনের চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪২। **ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।- (১) প্রবিধান ৪০ (ছ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ-

(ক) সংশিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্পোরেশন বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন কোন কার্যধারার তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিন জন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৪৩) **লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।-** (১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অভিহিত করার তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্য দিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে কৈফিয়ত পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদনযোগ্য সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে, কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ, অনুরোধটি বিবেচনার পর যথাযথ মনে করিলে, অতিরিক্ত পনেরটি কার্যদিবসের জন্য উক্ত সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি গ্রহণ করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে এই প্রবিধানের অধীনে অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহিত হইয়াছে এবং তদানুসারে উক্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইহার জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্যধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যে ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪০-এর দফা (ক) বা (খ) বা (ঘ)-এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কারের দন্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করতঃ, দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারে; তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪)-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘুদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪)-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘুদন্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪৪। **গুরু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।- (১) যেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদন্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ-

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনাবলী বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ)-তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদানুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘুদন্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘুদন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪৩-এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষর নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ, উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে অনূর্ধ্ব বিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কোন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্যদিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয়, তবে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিসংগত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(১০) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৫। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী**।- (১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ স্বীকার করেননি সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য শুনানী ও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তলবকৃত সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিত স্বাক্ষর করিবেন, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে তলব করিতে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ উক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৪০ (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সমস্যা-এর অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না। কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৬। **সাময়িক বরখাস্ত** ।- (১) প্রবিধান ৪০ ও ৪১ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদন্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রবিধান ৪৪-এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্ত কার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ['কারাগারে সোপর্দ অর্থে 'হেফাজতে' (Custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে'] কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৭। **পুনর্বহাল।**- (১) যদি প্রবিধান ৪২ (৩) (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং এই ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **ফৌজদারী মামলা ইত্যাদিতে আবশ্যক কর্মচারী।**- ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালীন অন্যান্য ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির পর সমন্বয় করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার প্রাপ্য বেতন ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৯। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**- (১) কোন কর্মচারী বোর্ড কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধঃস্তন তাহার নিকট অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশ দান করিয়াছেন সে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনা করিবেন, যথা ঃ

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না; না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কি না;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কি না; এবং

(গ) আরোপিত দন্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কি না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে সেই আদশে প্রদান

করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে বোর্ড বা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোন আদেশ দান করে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত বোর্ড বা বোর্ডের চেয়ারম্যানের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা চলিবে না, তবে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উহার উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্তে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৫০। **আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা।**- যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা ক্ষেত্রমত পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপীল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে, পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ মেয়াদ উক্ত তিন মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

৫১। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**- কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাপনের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Government Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানামালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীনে কোন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দন্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দন্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর কোন দন্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অথবা বোর্ড নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৫২। **ভবিষ্য তহবিল।**- কর্পোরেশন উহার কর্মচারীগণের জন্য একটি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং কর্পোরেশন সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিবে, এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকার

কর্তৃক প্রণীত Contributory Provident Fund Rules, 1979 প্রয়োজনীয় অভিযোগসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, এই প্রবিধানের অধীনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে উক্তরূপ প্রবর্তনের পূর্বে চাঁদা প্রদান ও উহা হইতে অগ্রীম প্রদানসহ গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। **আনুতোষিক**।- (১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা ঃ

(ক) যিনি করপোরেশনে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটান হয় নাই;

(খ) কমপক্ষে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারী চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা ঃ

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, একশত বিশটি কার্যদিবস বা তদুর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন, এবং ফরমটি উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে মনোনয়ন পত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময় লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এইরূপ বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নতুন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫৪। **অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি**।- (১) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্ব-অনুমোদনক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময় সময় জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে, প্রত্যেক কর্মচারী, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী কোন কর্মচারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সময় অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারী হইয়া থাকিলে;

(ক) উক্ত তহবিলে তাহার প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে;

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ কর্পোরেশন ফেরৎ পাইবে এবং কর্পোরেশন উক্ত চাঁদা ও সুদ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসর ভাতা পরিকল্পে বা অন্য কোন খাতে ব্যবহার করিতে পারিবে।

(গ) বোর্ডের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, তাঁহার পূর্বতন চাকুরীকাল অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরীর অবসান, ইত্যাদি

৫৫। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ**।- অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৬। **চাকুরীর অবসান**।- (১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং এইরূপ চাকুরী অবসানের কারণে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবে না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শানো ব্যতিরেকেই কোন কর্মচারীকে তিন মাসের নোটিশ দিয়া অথবা তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ নগদ পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৫৭। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি**।- (১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাঁহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী

হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং ঐরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি বোর্ডকে তাঁহার তিন মাসের বেতনে সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্পোরেশনকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কর্পোরেশনের চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারে।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

৫৮। **অসুবিধা দূরীকরণ**।- যে ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে বোর্ড সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৯। **রহিতকরণ ইত্যাদি**।- (১) এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহ রহিত করা হইল, যথা ঃ

(ক) Bangladesh Inland Water Transport Corporation (Service) Regulations, 1974

(খ) Bangladesh Inland Water Transport Corporation (Leave Regulations,) 1974

(গ) Bangladesh Inland Water Transport Corporation Contributory Provident Fund Regulations, 1986

(২) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে উপ-প্রবিধান (১)-এ উল্লিখিত রহিত প্রবিধানমালাসমূহের অধীনে কোন বিষয় নিস্পত্তিহীন থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব এই প্রবিধানমালা অনুসারে নিস্পত্তি করা যাইবে এবং উক্ত বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, তবে এই প্রবিধানমালা অনুসরণ কোন অসুবিধা দেখা দিলে বিষয়টি বোর্ড প্রয়োজনীয় আদেশ দ্বারা উক্ত অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এ, কে, এম, নূরুল করিম মিয়া
উপ-সচিব।

তফসিল

[প্রবিধান ২ (দ্রষ্টব্য)]

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়সসীমা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা	ফিডার পদের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কোন বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা, মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রি। কোন বৃহৎ পরিবহণ প্রতিষ্ঠানে কার্য্যরত প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর	ন্যুনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী সহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	উপ-বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক।
২	নৌ-অধীক্ষক	ঐ	সমুদ্রগামী জাহাজের সার্বিক দায়িত্বে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাষ্টার মেরীনার (এফজি) অথবা ১ম মেট সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী (এফজি) সহ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ কমান্ডার (নির্বাহী ব্রাঞ্চ) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	১ম মেট সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী (এফজি) সহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ২য় মেট সার্টিফিকেট (এফজি) সহ ফিডার পদে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা	উপ-নৌ-অধীক্ষক।

৩	প্রকৌশল অধীক্ষক	ঐ	১ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট (ডিওটি, মটর অথবা ষ্টীম) সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল, মেরিন বা নেভাল আরকিটেকচার এ বিএসসি (ইঞ্জি) ডিগ্রীসহ মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ কমান্ডার (ইঞ্জি-ব্রাঞ্চ) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	মেকানিক্যাল, মেরিন বা নেভাল আরকিটেকচারে বিএসসি(ইঞ্জি) ডিগ্রী বা ২য় শ্রেণীর ডিওটি সার্টিফিকেট-সহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেরিন/ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাসহ ফিডার পদে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	উপ-প্রকৌশল অধীক্ষক ও ব্যবস্থাপক, ১ নং ডকইয়ার্ড।
৪	মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার	ঐ	৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা (সদন প্রাপ্তির পর) সম্পন্ন এসিএ অথবা এ,সি,এম,এ।	ঐ	ন্যূনপক্ষে স্নাতক (কমার্স) ডিগ্রীসহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	মুখ্য নিরীক্ষক, অতিরিক্ত মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার, উদ্ধর্তন উপ-মুখ্য নিরীক্ষক।
৫	সচিব	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানে বা করপোরেশনে বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন এবং সেক্রেটারিয়্যাল কাজে অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ন্যূনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী সহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	উপ-সচিব, উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক, উপ-পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক, উপ-মুখ্য ক্রয় অফিসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬	মুখ্য নিরীক্ষক	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা (সনদ প্রাপ্তির পর) সহ এসিএ বা এসিএমএ অথবা স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী।	৩০ হইতে ৪৫ বৎসর	কমার্সে স্নাতক ডিগ্রীসহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	অতিরিক্ত মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার উর্দ্ধতন উপ-মুখ্য নিরীক্ষক।
৭	পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক	ঐ	৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিএস সি(ইঞ্জি) বা এমবিএ অথবা কোন বৃহৎ স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ব্যবসায় প্রশাসন অথবা কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী।	ঐ	অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ব্যবসায় প্রশাসন বা কমার্সে স্নাতক ডিগ্রী সহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	উপ-পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক, উপ-সচিব, উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক, উপ-মুখ্য ক্রয় অফিসার।
৮	কর্মচারী ব্যবস্থাপক	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান করপোরেশনের কিংবা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী	ঐ	ন্যূনপক্ষে স্নাতক ডিগ্রীসহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক উপসচিব, উপ-পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক, উপ-মুখ্য ক্রয় অফিসার।

৯	মুখ্য ক্রয় অফিসার	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনে কিংবা বৃহৎ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে অফিসার হিসাবে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
১০	মুখ্য নৌ নির্মাতা	ঐ	নেভাল আরকিটেকচার বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ ডকইয়ার্ড কিংবা মেরিন ওয়ার্কসপে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	নেভাল আরকিটেকচার বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ডকইয়ার্ড ব্যবস্থাপক ও ঘাঁটি প্রকৌশলীসহ ২৮০০-৪৪২৫ টাকার স্কেলের সকল ইঞ্জিনিয়ার।
১১	উপ-প্রকৌশল অধীক্ষক	ঐ	১ম শ্রেণীর ডিওটি সার্টিফিকেটসহ বা ষ্টীম সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজের ২য় প্রকৌশলী হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা কিংবা ২য় শ্রেণীর ডিওটি সার্টিফিকেটসহ সমুদ্রগামী জাহাজের ২য় প্রকৌশলী হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা নেভাল আরকিটেকচার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ডকইয়ার্ড ব্যবস্থাপক ও ঘাঁটি প্রকৌশলসহ ২৮০০-৪৪২৫ টাকার স্কেলের সকল ইঞ্জিনিয়ার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২	ব্যবস্থাপক, ডকইয়ার্ড নং-১	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	১ম শ্রেণীর ডিওটি সার্টিফিকেট (মটর বা ষ্টীম) সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজের ২য় প্রকৌশলী হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা কিংবা ২য় শ্রেণীর ডিওটি সার্টিফিকেটসহ সমুদ্রগামী জাহাজের ২য় প্রকৌশলী হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা নেভাল আরকিটেকচার, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	২৭ হইতে ৪০ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	ডকইয়ার্ড ব্যবস্থাপক ও ঘাঁটি প্রকৌশলীসহ ২৮০০-৪৪২৫ টাকার স্কেলের সকল ইঞ্জিনিয়ার।
১৩	উপ-নৌ অধীক্ষক	ঐ	মাষ্টার মেরিনার (এফজি) অথবা ১ম মেট সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী (এফজি) সহ সমুদ্রগামী জাহাজের ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ কমান্ডার (নির্বাহী শাখা) হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	নৌ অফিসার।

১৪	উপ-বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক	ঐ	কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিক পরিবহনে অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	সহকারী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
১৫	অতিরিক্ত মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার।	ঐ	৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা (সনদ প্রাপ্তির পর) সম্পন্ন এসিএ অথবা এসিএমএ।	ঐ	ঐ	উপ-মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার, উপ-মুখ্য নিরীক্ষক, উপ-অর্থ ব্যবস্থাপক, ভান্ডার অধীক্ষক
১৬	উর্দ্ধতন উপ-মুখ্য নিরীক্ষক।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭	উপ-সচিব	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন অথবা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকডিগ্রী	ঐ	ঐ	সহকারী সচিব, কর্মচারী অফিসার, নিরাপত্তা অফিসার, ক্রয় অফিসার, জনসংযোগ অফিসার, আইন অফিসার, প্রশাসনিক অফিসার, বহর অফিসার, পরিকল্পনা অফিসার, গবেষণা অফিসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮	উপ-মুখ্য হিসাব রক্ষণ অফিসার।	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	১ বৎসরের অভিজ্ঞতা (সনদ প্রাপ্তির পর) সহ এসিএ বা এসি এমএ অথবা কোন করপোরেশন বা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে হিসাব রক্ষণ অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী বা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমার্সে স্নাতক ডিগ্রী।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	হিসাব রক্ষণ অফিসার, অডিট অফিসার, বীমা অফিসার, বাজেট অফিসার, অর্থ অফিসার, প্রোগ্রামার ও ভান্ডার অফিসার।
১৯	উপ-মুখ্য নিরীক্ষক	ঐ	১ বৎসরের অভিজ্ঞতা (সনদ প্রাপ্তির পর) সহ এসি এ অথবা এসিএমএ অথবা কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অডিট অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী বা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কমার্সে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ

২০	উপ-পরিকল্পনা ব্যবস্থাপক	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিকল্পনা অফিসার বা গবেষণা অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ব্যবসায় প্রশাসন বা কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	সহকারী সচিব, কর্মচারী অফিসার, পরিকল্পনা অফিসার, গবেষণা অফিসার, ক্রয় অফিসার নিরাপত্তা অফিসার, জনসংযোগ অফিসার, আইন অফিসার, প্রশাসনিক অফিসার ও বহন অফিসার।
২১	উপ-অর্থ ব্যবস্থাপক	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি, পরিসংখ্যান ব্যবসায় প্রশাসন বা কমার্সে মাষ্টার ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	হিসাব রক্ষণ অফিসার, অডিট অফিসার, বীমা অফিসার, বাজেট অফিসার, অর্থ অফিসার, প্রোগ্রামার ও ভান্ডার অফিসার।
২২	উপ-মুখ্য ক্রয় অফিসার	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্রয় অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	সহকারী সচিব, কর্মচারী অফিসার, পরিকল্পনা অফিসার, গবেষণা অফিসার, ক্রয় অফিসার, নিরাপত্তা অফিসার, জনসংযোগ অফিসার, আইন অফিসার, প্রশাসনিক অফিসার, ও বহর অফিসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩	সহকারী বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে অফিসার হিসাবে ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী বা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	পরিযান অফিসার, বহর পরিচালনা অফিসার।
২৪	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫	উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী বা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী	ঐ	ঐ	সহকারী সচিব, কর্মচারী অফিসার, পরিকল্পনা অফিসার, গবেষণা অফিসার, ক্রয় অফিসার, নিরাপত্তা অফিসার, জনসংযোগ অফিসার, আইন অফিসার, প্রশাসনিক অফিসার ও বহর অফিসার।

২৬	ভান্ডার অধীক্ষক	ঐ	কোন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান, করপোরেশন বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ষ্টোর ব্যবস্থাপনায় অফিসার হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী বা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	হিসাব রক্ষণ অফিসার, অডিট অফিসার, বীমা অফিসার, বাজেট অফিসার, অর্থ অফিসার, প্রোগামার ও ভান্ডার অফিসার।
২৭	পোতাংগন ব্যবস্থাপক ডকমাষ্টার।	ঐ	ডিওটি ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট (মটর অথবা ষ্টীম) সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেভাল আরকিটেকচারে ডিগ্রীসহ কোন শিপইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জি) হিসাবে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ডেপুটি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হিসাবে ৪ বৎসরের চাকুরীকাল সহ মোট ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (নির্মাণ/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী ঘাঁটি প্রকৌশলী।

টীকা ঃ "মেরিন ইঞ্জিনিয়ার" বলিতে ইনষ্টিটিউট অব ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারিং (লন্ডন) এর এসোসিয়েট মেম্বার অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সদস্যকে (ইঞ্জিনিয়ার) বুঝাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮	উপ-ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রিক্যাল)	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ডিওটি ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট (মটর বা ষ্টীম) সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজের সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী সহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা এপ্রেন্টিসশীপ কালসহ ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)।
২৯	উপ-ব্যবস্থাপক (মেকানিক্যাল)	ঐ	ডিওটি ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট (মটর বা ষ্টীম) সহ কোন সমুদ্রগামী জাহাজের সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেভাল আরকিটেকচারে ডিগ্রী সহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা এপ্রেন্টিসশীপকালসহ ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	ঐ		কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল/ নির্মাণ) সহকারী ঘাঁটী প্রকৌশলী।

৩০	ঘাঁটি প্রকৌশলী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল/নির্মাণ/ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী ঘাঁটি প্রকৌশলী।
৩১	প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	ঐ	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)।
৩২	নৌ অফিসার	ঐ	১ম মেট সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী (এফজি) অথবা ২য় মেট সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী (এফজি) সহ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (নির্বাহী শাখা) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ নৌ অফিসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩	প্রকৌশলী (যান্ত্রিক ও সমন্বয়)।	পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হইবে। তবে, যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগ অথবা প্রেষণে অথবা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ডি ও টি ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট (মটর অথবা ষ্টীম) সহ সমুদ্রগামী জাহাজে সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা নেভাল আরকিটেকচারে ডিগ্রীসহ কোন মেরিন ওয়ার্কসপ বা ডকইয়ার্ডে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা এপ্রেন্টিসসীপ কালসহ ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	২৭ হইতে ৪০ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল, নির্মাণ ইলেকট্রিক্যাল) সহকারী ঘাঁটি প্রকৌশলী।
৩৪	ব্যবস্থাপক, ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী।	ঐ	ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা লেঃ (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (নির্মাণ মেকানিক্যাল) সহকারী ঘাঁটি প্রকৌশলী

৩৫	মেটালক প্রকৌশলী	ঐ	মেকানিক্যাল বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ মেটালকিং কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাসহ মেটালকিং কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী। ফিডার পদের অধিকারীগণের পর্যাপ্ত মেটালকিং অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
৩৬	মেরিন প্রকৌশলী	ঐ	মেকানিক্যাল অথবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ৪ বৎসরের বাস্তব প্রশিক্ষণসহ সমুদ্রগামী জাহাজে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমাসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ইঞ্জিন ওভারহোলিং ও রক্ষণাবেক্ষণে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (নির্মাণ/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল), সহকারী ঘাটী প্রকৌশলী।
৩৭	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	পদটি সরকারি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী।	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৮	সহকারী সচিব	শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	প্রশাসনিক কাজে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ স্নাতক ডিগ্রী।	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমন্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, সহকারী পরিবহন অফিসার, সহকারী বহর পরিচালনা অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।
৩৯	হিসাব রক্ষণ অফিসার	ঐ	হিসাব রক্ষণে জুনিয়ার অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রশাসনে মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	সহকারী হিসাব রক্ষণ অফিসার, সহকারী ভান্ডার, অফিসার, সহকারী অডিট অফিসার।
৪০	অর্থ অফিসার	ঐ	অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা হিসাব রক্ষণে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন অথবা অর্থনীতিতে মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ

৪১	বাজেট অফিসার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২	নিরীক্ষা অফিসার	ঐ	নিরীক্ষা বা হিসাব রক্ষণে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রশাসনে মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩	নিরাপত্তা অফিসার	ঐ	নিরাপত্তায় জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী অথবা কমিশন্ড অফিসার হিসাবে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমন্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, পরিবহন অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৪	কর্মচারী অফিসার	শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমম্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, পরিবহন অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।
৪৫	প্রশাসনিক অফিসার	ঐ	প্রশাসনিক কাজে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬	ট্রাফিক অফিসার	ঐ	যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী বা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী অথবা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা ওয়ারেন্ট অফিসার বা তদুর্ধ পদমর্যাদা সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য।	ঐ	ঐ	সহকারী পরিযান অফিসার, সহকারী বহর পরিচালনা অফিসার।

৪৭	বহর পরিচালনা অফিসার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮	বীমা অফিসার	পদটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	বীমা সম্পর্কিত কাজে বিশেষ করিয়া নৌ-বীমা এবং দাবী সম্পর্কিত বিষয়ে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমার্সে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
৪৯	ক্রয় অফিসার	শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ক্রয় বা তৎসংশ্লিষ্ট কাজে জুনিয়র অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমন্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, পরিবহন অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।
৫০	প্রোগ্রামার	পদটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কমপিউটারের ভাষা আর পিজি (২) কোবল, ইত্যাদির জ্ঞানসহ কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার প্রোগ্রামে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫১	গবেষণা অফিসার	পদটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	পরিকল্পনা অথবা গবেষণায় কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি পরিসংখ্যান বা ব্যবসায় প্রশাসনে মাষ্টার ডিগ্রী অথবা অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রী।	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।	ঐ	ঐ
৫২	ষ্টোর অফিসার	শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কাজে জুনিয়র অফিসার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সহকারী হিসাব রক্ষণ অফিসার, সহকারী অডিট অফিসার, সহকারী ভান্ডার (ষ্টোর) অফিসার।
৫৩	(ক) কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)। সহকারী ঘাঁটী প্রকৌশলী		মেকানিক্যাল নেভাল আর কিটেকচার বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড কিংবা মেরিন/মেকানিক্যাল ওয়ার্কসপে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ৪ বৎসরের স্বীকৃত প্রাপ্ত এপ্রেনটিসসীপ এবং স্বাধীনভাবে ওয়াচ কিপিং এ ৫ বৎসরে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সমুদ্রগামী জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার অথবা অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর ইঞ্জিন রুম আরটির্ফিসার-১ অথবা এপ্রেনটিসীপকাল বাদে ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।	ঐ	ঐ	প্রকৌশল তত্ত্বাবধায়ক।

(খ) কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)।	ঐ	ইলেকটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	প্রকৌশলী তত্ত্বাবধায়ক
(গ) কনিষ্ঠ প্রকৌশলী (কনষ্ট্রাকশন)।	ঐ	নেভাল আর্কিটেকচার বা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ কোন ডকইয়ার্ড বা মেরিন ওয়ার্কসপ ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	ঐ
(ঘ) কনিষ্ঠ প্রকৌশলী	ঐ	ইলেকট্রিনিক্স/ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রীসহ ইলেকট্রিনিকস সম্পর্কিত কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫৪	কনিষ্ঠ নৌ-অফিসার	ঐ	কোন সমুদ্রগামী জাহাজে ডেক অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বিজ্ঞান গ্রুপে এইচ, এস, সি অথবা ইনচার্জ মাষ্টার হিসাবে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অথবা বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর সী ম্যান ব্রাঞ্চের অবসর প্রাপ্ত চীপ পেটি অফিসার।	ঐ	ঐ	নৌ-তত্ত্বাবধায়ক।
৫৫	পরিকল্পনা অফিসার	ঐ	অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ব্যবসা প্রশাসন অথবা বাণিজ্যে মাষ্টার ডিগ্রীসহ পরিকল্পনা কিংবা গবেষণায় কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমন্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, পরিবহন অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।
৫৬	জনসংযোগ অফিসার	পদটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সাংবাদিকতা এবং জনসংযোগ কাজে অফিসার হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মাষ্টার ডিগ্রী অথবা কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।	ঐ	

৫৭	বহর অফিসার	শতকরা ৫০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ এবং বাকী ৫০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কোন সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নৌ চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে অফিসার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার, সমন্বয় অফিসার, সহকারী কর্মচারী অফিসার, সহকারী ক্রয় অফিসার, পরিবহন অফিসার, সহকারী নিরাপত্তা অফিসার।
৫৮	আইন অফিসার	পদটি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	আইনে স্নাতক ডিগ্রীসহ কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা বৃহৎ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ক কাজে অফিসার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	৩০ হইতে ৪০ বৎসর।		
৫৯	মেডিক্যাল অফিসার	ঐ	এম, বি, বি, এস	২৫ হইতে ৩০ বৎসর।		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬০	সমন্বয় অফিসার	শতকরা ৬০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৪০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	প্রশাসনিক কাজে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সর্বোচ্চ ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সচিবালয়, কর্মচারী বিভাগ, ক্রয় বিভাগ নৌ-বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কোষ, নৌ-নির্মাণ কোষ, জনসংযোগ শাখা, নিরাপত্তা শাখা এবং চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের সেলের নির্বাহী সহকারী, সাঁটলিপিকার, নিরাপত্তা পরিদর্শক এবং উচ্চমান সহকারীর পদ সমূহ।
৬১	সহকারী প্রশাসনিক অফিসার	ঐ	প্রশাসনিক কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
৬২	সহকারী ক্রয় অফিসার	ঐ	ক্রয় অথবা মার্কেটিং-এ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী	ঐ	ঐ	ঐ
৬৩	সহকারী নিরাপত্তা অফিসার	ঐ	কোন সরকারী অথবা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা বিষয়ক কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী অথবা জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার বা সমমর্যাদা সম্পন্ন পদের প্রাক্তন সামরিক অফিসার।	ঐ	ঐ	ঐ

৬৪	সহকারী কর্মচারী অফিসার	শতকরা ৬০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ৪০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কর্মচারী ব্যবস্থাপনায় ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সর্বোচ্চ ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সবিচালয়, কর্মচারী বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, নৌ-বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কোষ, নৌ নির্মাণ কোষ, জনসংযোগ শাখা, নিরাপত্তা শাখা এবং চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের সেলের নির্বাহী সহকারী, সাঁটলিপিকার, নিরাপত্তা পরিদর্শক এবং উচ্চমান সহকারীর পদসমূহ।
৬৫	সহকারী হিসাব রক্ষণ অফিসার।	ঐ	হিসাব রক্ষণ অথবা অর্থ বিষয়ক কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে বা ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	হিসাব বিভাগ, নিরীক্ষা বিভাগ, অর্থ কোষের নির্বাহী সহকারী, সাঁটলিপিকার, হিসাব সহকারী, নিরীক্ষা সহকারী, ক্যাশিয়ার, সিনিয়র ষ্টোর কীপার, ষ্টোর কীপার এবং ভান্ডারের উচ্চমান সহকারীর পদসমূহ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬৬	সহকারী নিরীক্ষা অফিসার	ঐ	নিরীক্ষা অথবা হিসাব রক্ষণে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য অথবা ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রী।	সর্বোচ্চ ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ
৬৭	সহকারী ষ্টোর অফিসার।	ঐ	ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণে অথবা হিসাব রক্ষণে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী অথবা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার, ওয়ারেন্ট অফিসার বা সম্পদ মর্যাদার প্রাক্তন সামরিক অফিসার।	ঐ	ঐ	ঐ (সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাক্তন সামরিক অফিসারদের বয়স সীমা শিথিল যোগ্য।
৬৮	সহকারী পরিযান অফিসার	ঐ	কোন বৃহৎ পরিবহন প্রতিষ্ঠানে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী অথবা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা ওয়ারেন্ট অফিসার বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন প্রাক্তন সামরিক অফিসার।	ঐ	ঐ	জ্যেষ্ঠ প্রান্তিক অধীক্ষক, প্রান্তিক অধীক্ষক, ভ্রাম্যমান পরিদর্শক, ষ্টীমার সহকারী, বাণিজ্যিক বিভাগে কার্যরত নির্বাহী সহকারী উচ্চমান সহকারী, সাঁটলিপিকার।

৬৯	সহকারী বহর পরিচালনা অফিসার।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭০	সহকারী ব্যবস্থাপক ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী	ঐ	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমাসহ কোন মেরিন ওয়ার্কসপে বা কারখানায় ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	ডকইয়ার্ড ওয়ার্কসপে বিশেষ দক্ষ ক্রিয়াবান।
৭১	প্রকৌশল তত্ত্বাবধায়ক (মেকানিক্যাল)।	ঐ	মেরিন ওয়ার্কসপে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা অথবা ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত ই আর এ-৩ অথবা ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত লিডিং মেকানিক (ইঞ্জি)	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭২	প্রকৌশল তত্ত্বাবধায়ক (ইলেকট্রিক্যাল/ আরটি)	ঐ	মেরিন ওয়ার্কসপে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা অথবা ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল আর্টিফিসার কিংবা ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত লিডিং ইলেকট্রিশিয়ান (এল ই এন)।	ঐ	ঐ	ডকইয়ার্ড/ ওয়ার্কসপের বিশেষ দক্ষ ক্রিয়াবান (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী কৌশল তত্ত্বাবধায়ক। (প্রকৌশল তত্ত্বাবধায়ক (আর, টি) এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।)
৭৩	নৌ তত্ত্বাবধায়ক	ঐ	সমুদ্রগামী জাহাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বিজ্ঞান পদের এইচ, এস, সি অথবা এস, এস, সি এবং ১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেটসহ ইনচার্জ মাষ্টার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ছোট জাহাজের চার্জ সার্টিফিকেট সহ বাংলাদেশ নেভীর অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার।	ঐ	১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী সহ ইনচার্জ মাষ্টার হিসাবে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা অথবা ২য় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেটসহ ইনচার্জ মাষ্টার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	১ম শ্রেণীর মাষ্টার। ২য় শ্রেণীর মাষ্টার।

৭৪	পরিবহন অফিসার	ঐ	মটর যান নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অথবা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সচিবালয়, কর্মচারী বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, নৌ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কোষ, নৌ নির্মাণ কোষ, জনসংযোগ শাখা, নিরাপত্তা শাখা, এবং চেয়ারম্যান এবং পরিচালকগণের সেলের নির্বাহী সহকারী, সাঁটলিপিকার, নিরাপত্তা পরিদর্শক এবং উচ্চমান সহকারীর পদসমূহ।
৭৫	১ম শ্রেণীর মাষ্টার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	এস, এস, সি-সহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী। কর্ণফুলি ও পশুর এন্ডোসমেন্টসহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেটের অধিকারী অগ্রাধিকার পাইবেন।	সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর	১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী কর্ণফুলি ও পশুর এন্ডোসমেন্টসহ ১ম শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অধিকারী অগ্রাধিকার পাইবেন।	২য় শ্রেণীর মাষ্টার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৬	লাইসেন্সড ড্রাইভার	ঐ	এস, এস, সি-সহ মটর অথবা ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় লাইসেন্স ড্রাইভার হিসাবে সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী অথবা ছোট জাহাজের চার্জ সার্টিফিকেটধারী বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার।	সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর।	মটর অথবা স্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় লাইসেন্স ড্রাইভার হিসাবে সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী অথবা ছোট জাহাজের চার্জ সার্টিফিকেটধারী বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিন রুম আর্টিফিসার।	১ম শ্রেণীর ড্রাইভার
৭৭	সহকারী প্রকৌশল তত্ত্বাবধায়ক (ইলেকট্রিক্যাল)।	ঐ	বিজ্ঞানে এস, এস, সি-সহ নারায়ণগঞ্জ মেরিন ডিজেল ট্রেনিং সেন্টার হইতে ডিজেল আর্টিফিসার কোর্স পাশ অথবা কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ইলেকট্রিশিয়ান।
৭৮	(ক) ভ্রাম্যমান পরিদর্শক।	ঐ	যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	কনিষ্ঠ সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক, প্রান্তিক সহকারী, সহকারী ভান্ডার রক্ষক, টেলিফোন অপারেটর, আরটি অপারেটর টেলেক্স অপারেটর, কম্পটিস্ট, পাড অপারেটর, স্টীমার করনিক।

	(খ) নিরাপত্তা [পরিদর্শক]	ঐ	নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
৭৯	[ষ্টেনোগ্রাফার]	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	শর্টহ্যান্ড রাইটিং এবং টাইপিং-এ ইংরেজীতে যথাক্রমে প্রতি মিনিটে ৮০ ও ৩০ এবং বাংলায় যথাক্রমে ৫০ ও ২০ শব্দের গতিসহ এইচ, এস, সি।	ঐ		
৮০	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী এবং এস, এস, সি।	সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর।	দ্বিতীয় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী।	তৃতীয় শ্রেণীর মাষ্টার।
৮১	প্রথম শ্রেণীর ড্রাইভার	ঐ	এস, এস, সি-সহ মটর অথবা ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় ড্রাইভার হিসাবে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী অথবা ইউনিট সার্টিফিকেটসহ বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার।	ঐ	মটর ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় ড্রাইভার হিসাবে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী অথবা ইউনিট সার্টিফিকেটসহ বাংলাদেশ নেভী ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার।	দ্বিতীয় শ্রেণীর ড্রাইভার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮২	টার্মিনাল সুপারিনটেনডেন্ট।	ঐ	কোন পরিবহন প্রতিষ্ঠানে টার্মিনাল তত্ত্বাবধায়নে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	কনিষ্ঠ সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক, প্রান্তিক সহকারী, সহকারী ভান্ডার রক্ষক, টেলিফোন অপারেটর, টেলেক্স অপারেটর, আরটি অপারেটর, কম্পটিষ্ট, পাঞ্চ অপারেটর, ষ্টীমার করণিক। (টার্মিনাল সুপারিনটেনডেন্ট পদের শতকরা ২৫ ভাগ অব্যবহিত উচ্চতর স্কেলে সিলেকশন গ্রেড রূপে পরিগণিত হইবে এবং জ্যেষ্ঠ টার্মিনাল সুপারিনটেনডেন্ট নামে অভিহিত হইবে।)
৮৩	উচ্চমান সহকারী	ঐ	অফিসের কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	(বিভাগওয়ারী হিসাবে উচ্চমান সহকারী পদের শতকরা ২৫ ভাগ অব্যবহিত উচ্চতর স্কেলে সিলেকশন গ্রেড রূপে পরিগণিত হইবে এবং নির্বাহী সহকারী নামে অভিহিত হইবে।)

৮৪	হিসাব সহকারী ক্যাশিয়ার।	ঐ	হিসাব রক্ষণে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ (হিসাব সহকারী ক্যাশিয়ার পদে শতকরা ২৫ ভাগ অব্যবহিত উচ্চতর জাতীয় স্কেলে সিলেকশন গ্রেড রূপে পরিগণিত হইবে এবং নির্বাহী সহকারী নামে অভিহিত হইবে)।
৮৫	নিরীক্ষা সহকারী	ঐ	নিরীক্ষা অথবা হিসাব রক্ষণে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ (নিরীক্ষা সহকারী/পদের শতকরা ২৫ ভাগ অব্যবহিত উচ্চতর জাতীয় স্কেলে সিলেকশন গ্রেড রূপে পরিগণিত হইবে এবং নির্বাহী সহকারী নামে অভিহিত হইবে।
৮৬	ভান্ডার রক্ষক	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরসারি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে অথবা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	কনিষ্ঠ সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক, প্রান্তিক সহকারী, ষ্টীমার করনিক, সহকারী ভান্ডার রক্ষক, টেলিফোন অপারেটর, আর টি অপারেটর, টেলেক্স অপারেটর, কম্পিটিষ্ট, পাঞ্চ অপারেটর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮৭	(ক) ষ্টীমার সহকারী	ঐ	যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ঐ	ঐ	ঐ
	(খ) সাঁট মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ ইংরেজীতে যথাক্রমে প্রতি মিনিটে ৭০ ও ২৮ এবং বাংলায় যথাক্রমে ৪৫ ও ২৩ শব্দের গতিসহ এইচ, এস,সি।	ঐ		
৮৮	বিশেষ দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান	ঐ	এস, এস,সি-সহ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান সার্টিফিকেট।	ঐ	ঐ	দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান।
৮৯	বিশেষ দক্ষ রিভেটার	ঐ	কোন বৃহৎ জাহাজ মেরামত বা তৈরীর কারখানায় দক্ষ রিভেটার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এস, এস সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ রিভেটার
৯০	বিশেষ দক্ষ কপারস্মিথ	ঐ	এস, এস, সি-সহ দক্ষ কপারস্মিথ হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	দক্ষ কপারস্মিথ।
৯১	বিশেষ দক্ষ কার্পেন্টার	ঐ	কোন বৃহৎ জাহাজ মেরামত বা তৈরীর কারখানায় দক্ষ কার্পেন্টার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ কার্পেন্টার।

৯২	বিশেষ দক্ষ ওয়েলডার	ঐ	এস, এস, সি সার্টিফিকেটসহ দক্ষ ওয়েলডার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	দক্ষ ওয়েলডার।
৯৩	বিশেষ দক্ষ মেকানিক	ঐ	দক্ষ মেকানিক হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ মেকানিক।
৯৪	বিশেষ দক্ষ ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক।	ঐ	ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ট্রেড সার্টিফিকেট।	ঐ	ঐ	দক্ষ ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক।
৯৫	বিশেষ দক্ষ টার্নার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	দক্ষ টার্নার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ট্রেড সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এস, এস, সি।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	দক্ষ টার্নার
৯৬	বিশেষ দক্ষ ফিটার	ঐ	দক্ষ ফিটার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ট্রেডসার্টিফিকেটসহ এস, এস, সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ ফিটার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯৭	বিশেষ দক্ষ ডিজেল ফিটার	ঐ	দক্ষ ডিজেল ফিটার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ট্রেড সার্টিফিকেটসহ এস,এস,সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ ডিজেল ফিটার
৯৮	বিশেষ দক্ষ পেইন্টার	ঐ	দক্ষ পেইন্টার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার রং এর শেড তৈরী করার ক্ষমতাসহ এস,এস,সি	ঐ	ঐ	দক্ষ পেইন্টার।
৯৯	বিশেষ দক্ষ ব্লাকস্মিথ	ঐ	দক্ষ ব্লাকস্মিথ হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস,এস,সি।	ঐ	ঐ	ব্লাকস্মিথ ।
১০০	বিশেষ দক্ষ মেসন	ঐ	দক্ষ মেসন হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস,এস,সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ মেসন।
১০১	বিশেষ দক্ষ মোল্ডার	ঐ	দক্ষ মোল্ডার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস,এস,সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ মোল্ডার।
১০২	বিশেষ দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার।	ঐ	দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস,এস,সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার

১০৩	বিশেষ দক্ষ ফিনিসিং ম্যান।	ঐ	দক্ষ ফিনিসিং ম্যান হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস, সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ ফিনিসিং ম্যান।
১০৪	বিশেষ দক্ষ হুইলম্যান	ঐ	দক্ষ হুইলম্যান হিসাবে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস সি।	ঐ	ঐ	দক্ষ হুইলম্যান
১০৫	৩য় শ্রেণীর মাষ্টার (সারেং)।	ঐ	৩য় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সীসহ এস, এস, সি।	সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর।	৩য় শ্রেণীর ইনল্যান্ড মাষ্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী।	হুইল সুকানী।
১০৬	২য় শ্রেণী ড্রাইভার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	এস,এস,সি-সহ মটর বা ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় ড্রাইভার হিসাবে ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সী অথবা মেকানিক (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী।	সর্বোচ্চ ৪৫ বৎসর।	মটর বা ষ্টীম ইঞ্জিন পরিচালনায় ড্রাইভার হিসাবে ২য় শ্রেণীর সার্টিফিকেট অব কমপিটেন্সী অথবা মেকানিক (ইঞ্জিনিয়ারিং) হিসাবে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রাক্তন কর্মচারী।	গ্রীজার।
১০৭	ফ্লাট সারেং	ঐ	ফ্লাটে সুকানী হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরীসহ এস, এস, সি, এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	ফ্লাট সুকানী।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১০৮	বার্জ সারেং	ঐ	বার্জে লস্কর হিসাবে ৫ বৎসরের চাকুরীসহ এস, এস, সি এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ঐ	বার্জ সুকানী/লস্কর।
১০৯	ড্রাফটস ম্যান	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কোন শিপইয়ার্ডে ড্রাফটস ম্যান হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং জাহাজের কি-প্লান বুঝার জ্ঞানসহ ড্রাফটসমান শিপে (মেকানিকেল ও শিল্প বিল্ডিং) ডিপ্লোমা।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।		
১১০	ফার্মাসিষ্ট	ঐ	কোন স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ফার্মাসিষ্ট সার্টিফিকেট।	ঐ	ঐ	
১১১	পাম্প অপারেটর	ঐ	এইচ, এস, সি	ঐ	ঐ	
১১২	কম্পটিষ্ট	ঐ	কম্পটোমিটার পরিচালনায় ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এইচ, এস, সি।	ঐ		
১১৩	নিম্নমান সহকারী তথা মুদ্রাক্ষরিক	ঐ	বাংলা টাইপে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং ইংরেজী টাইপে ৩০ শব্দের গতিসহ এইচ,এস,সি।	ঐ	ঐ	

১১৪	প্রান্তিক সহকারী	ঐ	এইচ,এস,সি	ঐ	—
১১৫	ষ্টীমার করনিক	ঐ	ঐ	ঐ	—
১১৬	সহকারী ভান্ডার রক্ষক	ঐ	ঐ	ঐ	—
১১৭	রেডিও টেলিফোন অপারেটর।	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	কোন স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে আর,টি পরিচালনায় সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সীসহ এইচ,এস,সি, অথবা বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রাক্তন রেডিও ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক।	১৮ হইতে সর্বোচ্চ ২৭ বৎসর।	
১১৮	টেলেক্স অপারেটর	ঐ	প্রতি মিনিটে ইংরেজীতে ৩০ শব্দের টাইপের স্পীডসহ টেলেক্স মেশিন পরিচালনায় ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এইচ, এস, সি।	ঐ	
১১৯	টেলিফোন অপারেটর	ঐ	টেলিফোন বোর্ড পরিচালনায় ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এইচ, এস, সি।	ঐ	
১২০	গাড়ী চালক	ঐ	ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ী চালনায় ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২১	বাটলার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	বাটলার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	সহকারী বাটলার।
১২২	দক্ষ মেকানিক	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ মেকানিক।
১২৩	দক্ষ টার্নার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ টার্নার।
১২৪	দক্ষ সেইল মেকার	ঐ	সেইল মেকার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ	ঐ	ঐ	অধদক্ষ সেইল মেকার।
১২৫	দক্ষ ফিটার	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধদক্ষ ফিটার।
১২৬	দক্ষ ডিজেল ফিটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ডিজেল ফিটার।
১২৮	দক্ষ ফাউন্ড্রীম্যান।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ফাউন্ডারী ম্যান।

১২৮	দক্ষ পেইন্টার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	বিভিন্ন রং এর শেড তৈরী করার ক্ষমতা এবং পেইন্টার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	অর্ধ দক্ষ পেইন্টার।
১২৯	দক্ষ ব্লাকস্মীথ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ব্লাকস্মীথ।
১৩০	দক্ষ কপারস্মীথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ কপারস্মীথ।
১৩১	দক্ষ সাইন রাইটার	ঐ	বাংলা ও ইংরেজীতে বিভিন্ন প্রকার লেখার উপর দক্ষতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ সাইনরাইটার।
১৩২	দক্ষ পে-টার	ঐ	কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের উপর সার্টিফেকেটসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ পে-টার।
১৩৩	দক্ষ কেবিনেট মেকার	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এবং কাঠের কাজে ৩ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ কেবিনেট মেকার।
১৩৪	দক্ষ ট্রেসার	ঐ	ট্রেসার হিসাবে ৩ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ট্রেসার।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩৫	দক্ষ বয়েলার মেকার	ঐ	স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সার্টিফিকেটসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ বয়েলার মেকার।
১৩৬	দক্ষ কার্পেন্টার	ঐ	কাঠের মিস্ত্রী হিসাবে ৩ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ কার্পেন্টার।
১৩৭	দক্ষ ওয়েল্ডার	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ওয়েল্ডার।
১৩৮	দক্ষ ফ্রেঞ্চ পোলিশার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ফ্রেঞ্চ পোলিশার।
১৩৯	দক্ষ পেটার্ণ মেকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ পেটার্ণ মেকার।
১৪০	দক্ষ মোল্ডার	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	অর্ধ দক্ষ মোল্ডার।
১৪১	দক্ষ মেশন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ মেশন।
১৪২	দক্ষ হুইলম্যানদক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১৪৩	মেশিনম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ মেশিনম্যান।

১৪৪	দক্ষ কুকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ কুকার
১৪৫	দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার।
১৪৬	দক্ষ ব্যাটারী রিপেয়ার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ব্যাটারীরিপেয়ার।
১৪৭	দক্ষ বোট ফিটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ বোটফিটার।
১৪৮	দক্ষ ক্লক রিপেয়ারার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ক্লক রিপেয়ার।
১৪৯	দক্ষ কেমিক্যাল মিকচার ম্যান	ঐ ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ কেমিক্যাল মিকচারম্যান।
১৫০	দক্ষ স্মীথ ম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ স্মীথম্যান।
১৫১	দক্ষ টেইলার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ টেইলার।
১৫২	দক্ষ রিভেটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ রিভেটার।
১৫৩	দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডের উপর সার্টিফিকেটসহ ৩ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা।	ঐ	ঐ	অর্ধ দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান।
১৫৪	স্পীডবোট ড্রাইভার	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	স্পীড বোট ড্রাইভার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	-	-

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫৫	ক্রেন ড্রাইভার	ঐ	ক্রেন ড্রাইভার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৬	হুইল সুকানী	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	জাহাজের হুইল চালনায় ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ফিডার পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা	লস্কর (যন্ত্র চালিত জাহাজ)।
১৫৭	টালী সুকানী (স্টীমার, বার্জ ও ফ্লাট)।	ঐ	লস্কর হিসাবে জলযান জাহাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ঐ	লস্কর।
১৫৮	টিন্ডাল (ডেক)	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৯	টিন্ডাল (ইঞ্জিন রুম)	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	গ্রীজার হিসাবে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	–	–
১৬০	গ্রীজার	ঐ	জাহাজের ইঞ্জিনের সাধারণ জ্ঞানসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	–	–

১৬১	লাইন গ্যাং সারেং	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	লাইন গ্যাং টিন্ডাল।
১৬২	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর।	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ডুপ্লিকেটিং মেশিন পরিচালনায় ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এস, এস,সি।	ঐ		
১৬৩	দপ্তরী	ঐ	এস, এস, সি পাশ	ঐ		
১৬৪	অর্ধ দক্ষ হুইলম্যান	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাশ।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	অদক্ষ হুইলম্যান
১৬৫	অর্ধ দক্ষ কুকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ কুকার।
১৬৬	অর্ধ দক্ষ সেইল মেকার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ সেইলমেকার
১৬৭	অর্ধ দক্ষ কেইনম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ কেইনম্যান।
১৬৮	অর্ধ দক্ষ মেশিনিষ্ট	ঐ	কোন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সার্টিফিকেটসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	ঐ	ঐ	অদক্ষ মেশিনিষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬৯	অর্ধ দক্ষ মেশন	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	অদক্ষ মেশন।
১৭০	অর্ধ দক্ষ পেইন্টার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ পেইন্টার।
১৭১	অর্ধ দক্ষ টেইলার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ টেইলার।
১৭২	অর্ধ দক্ষ হেমারম্যান	ঐ	কোন স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে সার্টিফিকেটসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	ঐ	ঐ	অদক্ষ হেমারম্যান।
১৭৩	অর্ধ দক্ষ কবলার	ঐ	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	ঐ	ঐ	অদক্ষ কবলার।
১৭৪	অর্ধ দক্ষ কপারস্মিথ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ কপারস্মিথ।
১৭৫	অর্ধ দক্ষ ওয়ারম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ওয়ারম্যান।
১৭৬	অর্ধ দক্ষ কার্পেন্টার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ কার্পেন্টার।
১৭৭	অর্ধ দক্ষ ব্লাকস্মিথ	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ব্লাকস্মিথ।

১৭৮	অর্ধ দক্ষ রিভেটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ রিভেটার।
১৭৯	অর্ধ দক্ষ ওয়েল্ডার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ওয়েল্ডার।
১৮০	অর্ধ দক্ষ টার্নার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ টার্নার।
১৮১	অর্ধ দক্ষ মোল্ডার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ মোল্ডার।
১৮২	অর্ধ দক্ষ ফোর্জ ম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ফোর্জম্যান।
১৮৩	অর্ধ দক্ষ ফিটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ফিটার।
১৮৪	সহকারী বাটলার	ঐ	সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী পাশ।	ঐ	ঐ	স্টুয়ার্ড।
১৮৫	লাইন গ্যাং টিন্ডাল	ঐ	সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী পাস এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	ঐ	ঐ	লাইন গ্যাং লস্কর।
১৮৬	বাস হেলপার	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী পাস।	ঐ		
১৮৭	ডি আর সাইক্লিষ্ট	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
১৮৮	অর্ধ দক্ষ ভাইসম্যান	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী পাস।	ঐ	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা	অদক্ষ ভাইসম্যান।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৮৯	অর্ধ দক্ষ টিন স্মীথ	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর	ফিডার পদে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	অদক্ষ টিন স্মীথ।
১৯০	অর্ধ দক্ষ লেবার টিন্ডাল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ লেবার টিন্ডার।
১৯১	অর্ধ দক্ষ পে-টার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ পে-টার।
১৯২	অর্ধ দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান
১৯৩	অর্ধ দক্ষ ব্যাটারী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ ব্যাটারী রিপেয়ারার
১৯৪	অর্ধ দক্ষ মিকচারম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ মিকচারম্যান
১৯৫	অর্ধ দক্ষ বোট ফিটার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ বোট ফিটার।
১৯৬	অর্ধ দক্ষ মেকানিক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ মেকানিক।
১৯৭	অর্ধ দক্ষ স্মিথম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ স্মিথ ম্যান।
১৯৮	অর্ধ দক্ষ টুলস ষ্টোর হেলপার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ টুলস ষ্টোর হেলপার।
১৯৯	অর্ধ দক্ষ প-ম্বার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ প-ম্বার।

২০০	অর্ধ দক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার।
২০১	দক্ষ লেবার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অদক্ষ লেবার
২০২	ভান্ডারী	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস।	ঐ		
২০৩	লস্কর	ঐ	৮ম শ্রেণী পাস ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী	ঐ		
২০৪	অদক্ষ টার্নার	ঐ	ঐ	ঐ		
২০৫	অদক্ষ ফিটার	ঐ	ঐ	ঐ		
২০৬	অদক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান	ঐ	ঐ	ঐ		
২০৭	অদক্ষ ওয়েল্ডার	ঐ	ঐ	ঐ		
২০৮	অদক্ষ রিভেটার	ঐ	ঐ	ঐ		
২০৯	অদক্ষ কার্পেন্টার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১০	অদক্ষ পেইন্টার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১১	অদক্ষ কপারস্মিথ	ঐ	ঐ	ঐ		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১২	অদক্ষ মোল্ডার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৩	অদক্ষ মেসন	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৪	অদক্ষ সেইল মেকার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৫	অদক্ষ লেবার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৬	অদক্ষ কুকার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৭	অদক্ষ মেকানিক	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।		
২১৮	অদক্ষ আরমেচার ওয়াইন্ডার	ঐ	ঐ	ঐ		
২১৯	অদক্ষ ব্যাটারীরিপেয়ার	ঐ	ঐ	ঐ		
২২০	অদক্ষ ব-াকস্মিথ	ঐ	ঐ	ঐ		
২২১	অদক্ষ হুইল ম্যান	ঐ	ঐ	ঐ		
২২২	অদক্ষ প-াম্বার	ঐ	ঐ	ঐ		
২২৩	লাইন গ্যাং লস্কর	ঐ	ঐ	ঐ		
২২৪	ষ্টোর লস্কর	ঐ	ঐ	ঐ		

২২৫	ফায়ারম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	
২২৬	মার্কম্যান	ঐ	ঐ	ঐ	
২২৭	কসব	ঐ	ঐ	ঐ	
২২৮	ষ্টুয়ার্ড	ঐ	সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণী পাস।	ঐ	
২২৯	কুক	শতকরা ৮০ ভাগ শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং বাকী ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	ঐ	ঐ	ফিডার পদে ৫ মসলচী বৎসরের অভিজ্ঞতা।
২৩০	মসলচী	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৫ম শ্রেণী পাশ।	ঐ	
২৩১	এম,এল,এস,এস	শূন্য পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।	অষ্টম শ্রেণী পাস এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	
২৩২	গার্ড / নিরাপত্তা প্রহরী	ঐ	ঐ	ঐ	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৩৩	মালী	ঐ	সংশি-ষ্ট কাজে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৫ম শ্রেণী পাস।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর।		
২৩৪	ঝাড়ুদার (জাহাজ / অফিস)	ঐ	ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী	ঐ		

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।